



# দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র  
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক



সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২

www.edainikazadi.net বেঙ্গি, নং-৫-৫৪ | ৬৩তম বর্ষ ৮ সংখ্যা | ২৮ অক্ট ১৪২৯ সাল | ১৫ সফর ১৪৪৪ হিজরি

৮ পৃষ্ঠা ৭ টাকা



আইআইইউসিতে পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর হাতে গোল্ড মেডেল তুলে দিচ্ছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি - আজাদী

## প্রিয় ক্যাম্পাসে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

আইআইইউসির ৫ম সমাবর্তন

আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে : শিক্ষা উপমন্ত্রী

### আজাদী প্রতিবেদন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকেই দেখা যাচ্ছিল ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ। পথ জুড়ে বর্ণিল সাজ। একাধিক নিরাপত্তা গেট অতিক্রম করে মিলছে মূল অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের অনুমতি। পুরো ক্যাম্পাস ব্যানার-ফেস্টুনে সাজানো। যুতসই স্পটগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে ছবি তোলায় ঘর। স্পটগুলোতে ভিডিও।

শরীরে কালো গাউন, মাথায় টুপি। কারো কারো গাউনের রং আলাদা। দলে দলে ছবি তোলায় ব্যস্ততা। কেউ তুলছেন সেলফি। চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস। এরা সবাই গ্র্যাজুয়েট। পুরনো ক্যাম্পাসে এসে প্রিয় সহপাঠীদের কাছে পেয়ে আবেগে আপ্ত সবাই। কোলের সন্তান নিয়েও এসেছেন কেউ কেউ। তাদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস জানান দেয়, সমাবর্তনের দিন আজ। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ৫ম সমাবর্তনের চিত্র এটি। চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ডের কুমিরায় বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস। সমাবর্তন উপলক্ষে গতকাল সেখানে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর রষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন।

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. আইনুন নিশাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইআইইউসির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য বিশ্বজিৎ চন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইআইইউসি উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ। সমাবর্তনে মোট ১৫ হাজার ৩৬১ জনকে ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলাম



Ref: Dainik azadi, Date: 12 September 2022, Page: 8, Col: 5  
<https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2022-09-12>



গতকাল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন আইআইইউসি'র ট্রাস্টি ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী।

## আইআইইউসি'র পঞ্চম সমাবর্তনে শিক্ষা উপমন্ত্রী আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষায় গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষ হতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■  
 .....

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) ইসলাম ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। তবে ইসলাম ও মওদুদীবাদ এক নয়। মওদুদীবাদ সংকীর্ণতা ও অস্থিতিশীলতার শিক্ষা দেয়। পাকিস্তান আমলে ইসলাম ও রাজনীতিকে এক করা হয়েছিল। যে কারণে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছিলো।

আইআইইউসি'র নিজস্ব ক্যাম্পাসে পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল গতকাল সকালে এসব কথা বলেন।

সমাবর্তন বক্তৃতা প্রদান করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. আইনুন নিশাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য বিশ্বজিৎ চন্দ্র। সম্মানিত অতিথি ছিলেন আইআইইউসি উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মহরুরুল মওলা, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, শরীয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. শাকের আলম শওক, বিজ্ঞান ও

● ৭ম পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ ক.



গতকাল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইআইইউসি)র ৫ম সমাবর্তনে এসে শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ● মিয়া আলতাফ

Ref: eDainik Purbokone, Date: 12 September 2022, Page: 8, Col: 5  
<https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2022-09-12>



## আইআইইউসি'র সমাবর্তনে নওফেল দীর্ঘদিন এ প্রতিষ্ঠানটি একটি চক্রের হাতে জিম্মি ছিল

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, 'দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একটি গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি ছিল। তারা ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তাদের অনেকেই ইসলামকে ব্যবহার করে মনে সংকীর্ণতার চাষ করেছেন। অথচ ইসলাম সহনশীলতার চর্চা করতে শিক্ষা দেয়। বর্তমানে যাদেরকে দিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন হয়েছে তারা অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ● পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩.

## দীর্ঘদিন এ প্রতিষ্ঠানটি একটি চক্রের হাতে

● **প্রথম পৃষ্ঠার পর**  
বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। গতকাল রাণিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ৫ম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আইআইইউসি'র কাঙ্ক্ষাশে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। একে চ্যালেঞ্জের মনোভাৱে হিসেবে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।  
অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন, 'আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষায় গ্যাজুয়েটদের দক্ষ হতে হবে। গ্যাজুয়েটদের এক থেকে দুই শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক হতে পারে। কিন্তু বাকিরা দক্ষতা বা পাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি বাজারে পিছিয়ে পড়বে'। তিনি শিক্ষার্থীদের কর্ম উপযোগী হিসেবে শিক্ষকদের প্রতি আশ্বাস জানিয়ে বলেন, 'আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষায় গ্যাজুয়েটদের দক্ষ হতে হবে। গ্যাজুয়েটদের এক থেকে দুই শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক হতে পারে। কিন্তু বাকিরা দক্ষতা বা পাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি বাজারে পিছিয়ে পড়বে'।  
শিক্ষা উপমন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে আইআইইউসি'র সুযোগ রয়েছে যাবাবলেন। এখানে আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশে পাঠদান চলে'। তিনি শিক্ষার্থীদের কর্ম উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আশ্বাস জানিয়ে বলেন, 'দেশান থেকে পাঠ করে অনেক দক্ষতা না থাকার কারণে ভাল চাকরি করতে পারছে না। আইআইইউসি'র দক্ষতা বাড়তে সরকার আজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকদেরও উচ্চ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠতে কাজ করা'।  
শিক্ষা উপমন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে আইআইইউসি'র সুযোগ রয়েছে যাবাবলেন। এখানে আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশে পাঠদান চলে'। তিনি বলেন, 'আইআইইউসি ইসলাম ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা দেয়। তবে ইসলাম ও মতবুদ্বীর্ঘন এক নয়। মতবুদ্বীর্ঘন সংকীর্ণতা ও অস্থিতিশীলতার শিক্ষা দেয়। পাকিস্তান আমলে ইসলাম ও রাজনীতিক এক করা হয়েছিল। যার কারণে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু এই অস্থিতিশীলতা থেকে বাজারির মুক্তির জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনা করেছিলেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা এক নয়। বর্তমান সরকার ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মাথারয়ে হাদীসকে মাতবুদ্বীর্ঘন বক্তৃতা প্রদান করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধিাপক ড. আইবুল নিশাত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মোহাম্মদ বেজামুদ্দিন মদকী এমপি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য বিশ্বজিত চন্দ। অতিথি ছিলেন আইআইইউসি উপাচার্য প্রফেসর আবোয়াক্কাল আজিম আরিফ, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মহবুবুল হক, ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, শরীয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুযায়ের ডিন প্রফেসর ড. শাকের আলম শওক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুযায়ের ডিন প্রফেসর ড. আবুজার সাঈদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তনে মোট ১৫ হাজার ৩৬১ জনকে সনদ বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে স্নাতক পরীয়ে ৯ হাজার ৪৫৯, স্নাতকোত্তর পরীয়ে ৫ হাজার ৯০২ জনকে।  
চ্যালেঞ্জের স্বর্ণপদক দেওয়া হয় ৩৬ শিক্ষার্থীকে। এছাড়া তাইল-চ্যালেঞ্জের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ১৩৭ জন শিক্ষার্থীকে। আইআইইউসি এই সমাবর্তনে প্রধানবক্তার হাতে প্রদত্ত করেছেন বোর্ড অব ট্রাস্টি চেয়ারম্যান স্বর্ণপদক। প্রথমবারের শরীয়া অনুযায়ের শিক্ষার্থী জেবাইবুল সাহার পাত্নাকে এ পদক দেওয়া হয়। বেলা ১১ টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর জাতীয় সংসদ পরিবেশন করা হয়।  
সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে  
সমাবর্তন বক্তব্যে ড. আইবুল নিশাত বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্যাজুয়েটদের বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। যার যে বিষয় ভাল লাগে সে সব বিষয় পড়তে হবে। যেমন আজকে যারা ব্যবসায় অনুযায়ের ডিগ্রী নিয়েছেন তারা অর্থনীতি কিংবা কম্পিউটার কিংবা বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন'।  
গ্যাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমরা অতি আধুনিকতার গতিে সফাজ ও পরিবারের কথা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের পিতা-মাতা ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে'।  
আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মোহাম্মদ বেজামুদ্দিন বলেন, 'আইআইইউসি'র গ্যাজুয়েটরা আলোকবর্তিকা। তারা দেশজুড়েই কেবল নয়, বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বের নানা জায়ে যখন আমি যাই, তখন আইআইইউসি'র গ্যাজুয়েটদের সাথে আমার দেখা হয়। তখন আমার পর্ববোধ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা থেকে সম্পৃক্ত। মনোভাৱেই যুগলিম বিশ্বের নানা দেশ থেকে আমি আইআইইউসি'র জন্য অনুদান এনেছি। আইআইইউসি দেশের উচ্চ শিক্ষায় আজ অন্য অরদান রাখছে'।  
তিনি বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও আশপাশের এলাকায় আজ সরকারের উচ্চায় পিতামহা সড়ক হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে রয়ে চলা পালে শ্রীস গেটি নির্মাণ করা হয়েছে। দেশান থেকে এয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পানি ব্যবহার করা যাবে। এই পাল একটি মিলি হাউস বিলি হবে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটি একটি পিকনিক স্পট হবে। ভবিষ্যতে গ্যাজুয়েটরা এনে এখানে অনুষ্ঠান করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যামূল্যে পরিষেবা চালু আছে। যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা খরচ করে। মোট দেশের বেশভাগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিখ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিনাটি সড়ক বিজাল খোলা হচ্ছে। যা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নানা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। যার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ২০০৬ সালের মে ও জুন মাসের দিকে আরেকটি সমাবর্তন করার ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। তখন এসে দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কি আনুল পরিবর্তন ঘটেছে'। বিজ্ঞান